লয় ; আপনারা ভদ্রলোকরা যদি আমাদের ঘরের মেয়েদের পানে তাকান্—তবে আমরা যাই কোথা বলুন ?

প্রৌঢ় প্রবীণ ধর্মপরায়ণ চৌধুরী বলিয়া উঠিল—রাম ! রাম ! রাম ! রাধাকৃষ্ণ ! রাধাকৃষ্ণ।

পাতু বলিল—আজ্ঞে, রাম রাম লয়, চৌধুরী মশায়। আমার ভগ্নী দুগ্‌গা একটু বজ্জাত বটে ; বিয়ে দেলাম তো পালিয়ে এল শ্বশুরঘর থেকে। সেই তারই সঙ্গে মশায় ছিরু পাল ফষ্টিনষ্টি করবে। যখন-তখন পাড়ায় এসে ছুতোনাতা নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে বসবে। আমার মা হারামজাদীকে তো জানেন ? চিরকাল একভাবে গেল ; ছিরু পালকে বসতে মোড়া দেবে—তার সঙ্গে ফুস-ফাস করবে। ঘরে মশায়, আমারও বউ রয়েছে। তাকে, মাকে আর দুগ্‌গাকে আমি যা কতক করে দিয়েছিলাম। মড়লকেও ব'লেছিলাম, ভাল করেই বলেছিলাম চৌধুরী মশাই,—আমাদের জাত-জেতে নিন্দে করে—আর আপনি আসবেন না, মশায়। এ আক্কোশটাও আছে মশাই।

লাঠি ও ছাতায় চৌধুরীর দুই হাতই ছিল আবদ্ধ, কানে আঙুল দিবার উপায় ছিল না ; সে ঘৃণাভরে থুতু ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—রাধাকৃষ্ণ হে ! থাক পাতু, থাক বাবা—সকালবেলা ওসব কথা আমাকে আর শুনিও না। এতে আর আমার কি হাত আছে বল ! রাধাকৃষ্ণ !

পাতু কিন্তু ইহাতে তুষ্ট হইল না। সে কোন কথা না বলিয়া চৌধুরীকে পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার পিছন পিছন তাহার স্ত্রী আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। স্বামীর নীরবতার সুযোগ পাইয়া সে আবার কান্নার সুরে সুরু করিল—হারামজাদী আবার ঢং ক'রে ভাইয়ের দুঃখে ঘটা ক'রে কানতে বসেছে গো ! ওগো আমি কি করব গো !

পাতু বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরিল ; সঙ্গে সঙ্গে বউটি আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল—অ্যাঁ—।

পাতু মুখ খিঁচাইয়া বলিল—চেল্লাস না বাপু। তোকে কিছু বলি নাই—তু থাম। ধাক্কা দিয়া স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া সে ফিরিয়া পশ্চাদগামী চৌধুরীর সম্মুখে আসিয়া বলিল—আচ্ছা চৌধুরীমশায়, আলিপুরের রহমৎ স্যাথ যে কঙ্কণায় রমেন্দ্র চাটুজ্জের সঙ্গে ভাগাড় দখল করেছে, তার কি করছেন ?

আশ্চর্য হইয়া চৌধুরী বলিলেন—সে কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়। ভাগাড়ের চামড়া তাদিগে ছাড়া আর কাউকে বেচতে পাব না আমরা। তারা বলে, ভাগাড় জমিদার আমাদিগে বন্দোবস্ত

দিয়েছে। খাল ছাড়ানোর মজুরি আর নুনের দাম—তার ওপর দু-চার আনা ছাড়া আর কিছু দেয় না। অথচ চামড়ার দাম এখন আগুন। তাহলে?

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি কথা পাতু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মিছে যদি হয় পঞ্চাশ জুতো খাব, নাকে খৎ দোব।

তা হলে,—চৌধুরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা হলে হাজার বার তুমি বলতে পার ও-কথা, গাঁয়ের লোক পয়সা দিতে বাধ্য। কিন্তু জমিদারের গোমস্তা নন্দীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছ?

পাতু বলিল—গোমস্তা নন্দী কেন, জমিদারের কাছেই যাব আমি। ডাক্তার ঘোষ মশায় বললে, থানায় যা। তা থানা কেন—আগে জমিদারের কাছেই যাই, দুটো বিচারই হয়ে যাক! দেখি, জমিদার কি বলে!

সে আবার ফিরিল এবং সোজা আল-পথটা ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকের একটা আল্ ধরিয়া কঙ্কণার দিকে মুখ করিল। বৃদ্ধ চৌধুরী ঠুক্ ঠুক্ করিয়া নদীর চরের দিকে অগ্রসর হইল। নদীর ওপারের জংশনের কলগুলার চিমনি এইবার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর চৌধুরী চরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হতভম্ব হইয়া গিয়াছে বৃদ্ধ চৌধুরী; সব করিয়া সব হইল—শেষে চামড়া বেচিয়া রামেন্দ্র চাটুজ্জে বড়লোক হইবে! ছিঃ ছিঃ, ব্রাহ্মণের ছেলে!

পাঁচ

গল্পে শোনা যায়, যমজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে যমদূতেরা রামের বদলে শ্যামকে লইয়া যায়, শ্যামের বদলে আসিয়া ধরে রামকে। তাদের অনুকরণে হইলেও ক্ষেত্র বিস্তৃততর করিয়া লইয়া রাম অপরাধ করিলে মানুষ অতিবুদ্ধিবশতঃ প্রায়ই শ্যামকে লইয়া টানাটানি করে। পুলিশও মানুষ, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। পরদিনই একটা পুলিশ তদন্ত হইয়া গেল। অনিরুদ্ধ আক্রোশের কারণ দেখাইয়া ছিরু পালকে সন্দেহ করিলেও পুলিশ আসিয়া মাঠ-আগলদার সতীশ বাউড়ীর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া সব তছ্ নছ্ করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকটাকে জেরায় নাজেহাল করিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দিল। অবশ্য, অনিরুদ্ধের সন্দেহ অনুযায়ী একবার ছিরু পালের খামার-বাড়ীটাও ঘুরিয়া দেখিল;—কিন্তু সেখানে দুই বিঘা জমির আধ-পাকা ধানের একগাছি খড়ও কোথাও মিলিল না।

পুলিশ আসিয়া গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিল। গ্রামের মণ্ডল-মাতব্বরেরাও

আসিয়া চন্দ্রমণ্ডলের নক্ষত্র সভাসদের মত চারিপাশে জমকাইয়া বসিয়া উত্তেজিত-ভাবে ফিস ফিস করিয়া পরস্পরের মধ্যে কথা বলিতেছিল। ছিরু পাল বসিয়াছিল—পুলিশের অতি নিকটেই এবং অত্যন্ত গম্ভীরভাবে। তাহার আকর্ণ বিস্তৃত মুখগহ্বরের পাশে চোয়ালের হাড় দুইটা কঠিন ভঙ্গিতে উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধ সম্মুখেই উবু হইয়া বসিয়া মাটির দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। তদন্ত-শেষে পুলিশ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধও উঠিল; সে চাহিয়া না দেখিয়াও স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল যে, সমস্ত গ্রামের লোক কঠিন প্রতিহিংসা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা সহ্য করা যায়—নিরুপায় হইয়া মানুষকে সহ্যও করিতে হয়—কিন্তু যন্ত্রণারও ভাবী ইঙ্গিত বা নিষ্ঠুর কল্পনা মানুষের পক্ষে অসহ্য। সে পুলিশেরই পিছন পিছন উঠিয়া আসিল।

পুলিশ চলিয়া যাইতেই চণ্ডীমণ্ডপে প্রচণ্ড কলরব উঠিল। সমবেত জনতার প্রত্যেকে আপন আপন মন্তব্য ঘোষণা আরম্ভ করিল; কেহ কাহারও কথা শোনে না দেখিয়া প্রত্যেকেই আপন আপন কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে লইয়া গেল। সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের কেহই অবশ্য শ্রীহরি ঘোষকে সুনজরে দেখে না; কিন্তু অনিরুদ্ধ কর্মকার যখন পুলিশে খবর দিয়া তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করাইল, বাড়ীতে পুলিশ ঢুকাইয়া দিল, তখন অপমানটাকে তাহারা সম্প্রদায়গত করিয়া লইয়া বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া সেদিন অনিরুদ্ধের সমাজকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্যজনিত অপরাধের ভিত্তির উপর আজিকার ঘটনাটা ঘটিবার ফলে বিষয়টা গুরুত্বে রীতিমত বড় হইয়া উঠিয়াছে।

দেবনাথ ঘোষের গলাটা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি উচ্চ, এ গ্রামের সকল কলরবের উর্ধ্বে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সে দুই অর্থেই। চাষীর ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম! তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিমান্ যুবক দেবনাথ। তাহার ছাত্র-জীবনে সে কৃতী ছাত্র ছিল। কিন্তু আর্থিক অস্বাচ্ছল্য এবং সাংসারিক বিপর্যয় হেতু ম্যাট্রিক ক্লাস হইতে তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইয়াছে। সে এখন এই গ্রামেরই পাঠশালার পণ্ডিত। গ্রাম্যজীবনের ব্যবস্থা শৃঙ্খলার বহু তথ্য সে ব্যগ্র কৌতূহলে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে। সে বলিতেছিল—কামার, ছুতোর, নাপিত, কাজ করব না বললেই চলবে না। কাজ করতে তারা বাধ্য।

শ্রীহরি কেবল তেমনি গম্ভীরভাবে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বসিয়াছিল, এতখানি যে হইবে—সে তাহা ভাবিতে পারে নাই। ওদিকে শ্রীহরির খামার বাড়ীতে শুকাইতে দেওয়া ধান পায়ে পায়ে ওলোট-পালোট করিয়া দিতে দিতে ছিরুর

যা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ও নিষ্ঠুরতম আক্রোশে নির্মম অভিসম্পাত দিতেছিল অনিরুদ্ধকে।

*　　*　　*

অন্যদিকে অনিরুদ্ধের বাড়ীতে পদ্ম উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া বাহির দরজাটিতেই দাঁড়াইয়া ছিল। থানা-পুলিশকে তাহার বড় ভয়। ছিরুর মায়ের অশ্লীল গালিগালাজ এবং নিষ্ঠুর অভিসম্পাতগুলি এখান হইতে স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। ছিরু পালের বাড়ী এবং তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটা পুকুরের, এপার ওপার। শব্দ তেরছা ভাসিয়া আসে। পথটা তিনপাড় বেড় দিয়া খানিকটা ঘুর পথ। গালাগালি শুনিয়া পদ্মের মুখখানা থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল। পদ্মও দুরন্ত মুখরা মেয়ে; গালিগালাজ অভিসম্পাত সে-ও অনেক জানে। সে কাহারও স্পষ্ট নামোল্লেখ না করিয়া তাহাদের অবস্থার সহিত মিলাইয়া এমনভাবে অভিসম্পাত দিতে পারে যে শব্দভেদী বাণের মত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির একেবারে বুকে গিয়া আমূল বিঁধিয়া যায়। কিন্তু আজ দারুণ উৎকণ্ঠায় কে যেন গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। এই সময় অনিরুদ্ধ আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। অনিরুদ্ধকে দেখিয়া গভীর আশ্বাসে সে স্বস্তির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। পরমুহূর্তেই চোখমুখ দীপ্ত করিয়া বলিল—শুনছ তো? আমিও এইবার গাল দোব কিন্তু!

অনিরুদ্ধের অবস্থাটা তখন ঠিক শীতের বরফের মত অনুত্তপ্ত, স্থির ও কঠিন। সে রুক্ষকণ্ঠে বলিল—না, গাল দিতে হবে না—ঘরে চল্।

পদ্ম ঘরের দিকে আসিতে আসিতে বলিল—না। শুধু-শুধু ঘরে যাব? কানের মাথা খেয়েছ? গালাগালগুলো শুনতে পাচ্ছ না?

—তবে যা, গাল দিগে; গলা ফাটিয়ে চীৎকার কর্ গিয়ে! মর গিয়ে!

পদ্ম গজ গজ করিতে করিতে গিয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে তেল বাহির করিয়া আনিয়া বলিল—কি খোয়ারটা আমার করছে শুনতে পাচ্ছ না তুমি?

পদ্ম ও অনিরুদ্ধ নিঃসন্তান—তাই ছিরুর মা অনিরুদ্ধের নিষ্ঠুরতম মৃত্যু কামনা করিয়া পদ্মের জন্য কদর্য্যতম অশ্লীলতম ভবিষ্যৎ উপজীবিকার নির্দেশ দিয়া অভিসম্পাত দিতেছে। তেলের বাটি পাশে রাখিয়া সে স্বামীর একখানা হাত টানিয়া লইয়া তাহাকে তেল মাখাইতে বসিল। কর্কশ কঠিন হাত; আগুনের আঁচে রোমগুলি পুড়িয়া কামানো দাড়ির মত করকরে হইয়া আছে। শুধু হাত নয়, হাত-পা বুক—মোট কথা সম্মুখ ভাগের প্রায় সমস্ত অনাবৃত

অংশটাই এমনি দগ্ধয়োম। তেল দিতে দিতে পদ্ম বলিল—বাব্বা, হাত-তো নয় যেন উথো।

অনিরুদ্ধ সে কথায় কান না দিয়া বলিল—আমার গুণ্ডিটা বার করে বেশ করে মেজে রাখবি তো।

পদ্ম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমারও দা আছে, কাল মেজে ঘষে সান দিয়ে রেখেছি, নিজের গলায় মেরে একদিন দু-খানা হয়ে পড়ে থাকব কিন্তু।

—কেন?

—তুমি খুন খারাপী করে ফাঁসী যাবে—আর আমি হাড়ির ললাট ডোমের দুর্গতি ভোগ করতে বেঁচে থাকব?

অনিরুদ্ধ কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল বলিল হু-উ!—অর্থাৎ পদ্মের হাড়ির ললাট ডোমের দুর্গতির সম্ভাবনার কথাটা সে ভাবিয়া দেখে নাই, নতুবা ছিরেকে জখম করিয়া জেল খাটিতে বা হত্যা করিয়া ফাঁসী যাইতে বর্তমানে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল না।

পদ্ম বলিল,—বারণ ক'রলাম, থানা পুলিশ কর না। কথা কানেই তুললে না। কিন্তু কি হল? পুলিশ কি করলে? গাঁয়ের সঙ্গে কেবল ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে গেল। আর আমি গাল দোব বললেই—একেবারে বাঘের মত হাঁকারে উঠছ—'না দিতে পাবি না।'

রুদ্ধক্রোধ অনিরুদ্ধ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে তাহার সাহসও হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না। বন্ধ্যা পদ্মকে লইয়া তাহাকে বড় সন্তর্পণে চলিতে হয়; সামান্য কারণে নিতান্ত বালিকার মত সে অভিমান করিয়া মাথা খুঁড়িয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া তোলে; আবার কখনও প্রবীণা প্রৌঢ়া যেমন দুরন্ত ছেলের আবদার-অত্যাচার সহ্য করে, তেমনি করিয়া হাসিমুখে অনিরুদ্ধের অত্যাচার সহ্য করে—অনিরুদ্ধের হাতে মার খাইয়াও তখন সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসে। কখন্ কোন্ মুখে পদ্ম চলে—সে অনিরুদ্ধ অনেকটা বুঝিতে পারে। আজিকার কথার মধ্যে তাহার আবদারের সুর ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; সেইটুকু বুঝিয়াই সে দারুণ বিরক্তি সত্ত্বেও আত্মসংবরণ করিয়া রহিল। কোন কথা না বলিয়া পদ্মর হাত হইতে সে আপনার পা খানা টানিয়া লইয়া বলিল—কই, গামছা কই?

পদ্ম কিন্তু এইটুকুতেই অভিমানে ফোঁস করিয়া উঠিল; অনিরুদ্ধ ভুল করে নাই। পদ্ম আজ ছোট মেয়ের মতই আবদেরে হইয়া উঠিয়াছে।